# আমাদের পত্রিকা

জুন ২০১৫

## সম্পাদকের কথা

সবাইকে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস-এর শুভেচ্ছা। আমাদের পত্রিকা জুন সংখ্যাটিতে এ দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে লিখেছে ও ছবি এঁকেছে ইউসিএলসি, ঢাকার শিক্ষার্থীরা।

এ সংখ্যাতে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস বিষয়ে লেখা ও ছবি রয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস, মাহে রমজান, ফলের বিভিন্ন গুণ, গল্প, ছড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা রকম লেখা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যার মতো ধাঁধা ও কৌতুক তো রয়েছেই। আশা করি সবার ভালো লাগবে।

সম্পাদক

## কৌতুক

একটি লোক বাজারে গেল আম কিনতে। সে বাজারে আম বিক্রেতাকে বললো, ভাই আম কত? আম বিক্রেতা বললো, ভাই দাম কম আছে, নিয়ে যান। মধুর মতো মিষ্টি।

ক্রেতা বললো, ভাই আমের তো খোসা মোটা। বিক্রেতা বললো, তো কী হয়েছে, আমের আটি তো বড়। এই আটি খুব দামী। গাছ ভালো হয়। এই আম খাবেন আবার গাছও লাগাবেন। গাছ বিক্রি করে লাখোপতি হবেন। ঐ লাখ টাকা দিয়ে ঢাকা শহরে জমি কিনবেন, ঐ জমি বিক্রি করে কোটিপতি হবেন। এক আমে কোটিপতি। এমন আম দেখেছেন জীবনে?

ক্রেতা বললো, ভাই - তাহলে আপনিই নিয়ে যান আপনার আম।

- রীতা আক্তার, ৭ম শ্রেণি, জ্যোতি সিএলসি

## ধাঁ ধা

১. নগরেতে টং টং উপরে তার বাসা, আঁধারেতে ছাও খাইলো এই কোন দশা।
২. আছে ফল গাছে নাই, সেই ফলের খোসা নাই।
৩. এক হাত গাছটা, ফল ধরে পাঁচটা।
৪. নদীর কিনারে জন্ম আমার, থাকি সবার ঘরে। একটু পানির পরশ পেলে, যাই যে আমি মরে।
৫. এমন একটি ফুলের নাম, যে নামটি উল্টালে হয় পাখির নাম।
৬. ভাষা আছে কথা আছে, সাড়া শব্দ নাই। মানুষের সাথে থেকেও তবু নিজের প্রাণ নাই।

- হালিমা বেগম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি
জ্যোতি সিএলসি

## শিশুশ্রম

১২ জুন পালিত হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এই দিবসে আমরা শিশুশ্রম বন্ধে নানা রকম সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকি। আমাদের দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এজন্য গরিব বাবা-মা সন্তানদের কাজে দিচ্ছে। যার ফলে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। এবং জুয়া, নেশার মতো খারাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে সমাজ চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে।

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, ১৮ বছরের নিচে প্রত্যেককে শিশু বলা হয়েছে। তাই ১৪ বছরের নিচে কাউকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো দণ্ডনীয় অপরাধ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকার রক্ষা করবে। শিশুরা যেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না করে সেদিকে লক্ষ রাখবে।

শিশুদের বিকাশে অনেক বাধা রয়েছে। এসব বাধা দূর করে শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। সে বিষয়ে মা-বাবাসহ সমাজের সকলকে লক্ষ রাখতে হবে।

লিখেছে - শান্তা আক্তার, ৮ম শ্রেণি ও
ছবি এঁকেছে- খাদীজা আক্তার, ৫ম শ্রেণি, গোধুলী সিএলসি।

## পরিবেশ রক্ষা

৫ জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিবসে আমরা পরিবেশ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করি। পরিবেশ বিপর্যয় দূর করতে আমাদের কী কী করার আছে, তা সবাইকে জানাই। পরিবেশ ধ্বংস যাতে না করা হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা আমাদের পরিবেশ রক্ষায় শিক্ষার্থীদের কাজে লাগাবো।

পৃথিবীর বেশির ভাগ সমস্যা মানুষ নিজে সৃষ্টি করছে। এখন মানুষ নিজেই এসব সমস্যার কারণে বিপদে পড়েছে। উন্নত দেশ যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় কারখানাসমূহ হতে বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গত হয়। এসব পরিবেশ বিনষ্ট করে। সুতরাং পরিবেশ রক্ষায় উন্নত বিশ্বের দায়িত্ব সবার আগে।

পাশাপাশি আমরা সবাই সচেতন থাকবো। খোলা জায়গা, গাছপালা ও মাঠের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জলাবদ্ধতা কমাতে হবে। তাহলে পরিবেশ ভালো থাকবে।

ছবি এঁকেছে - কুলসুম আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, আলোর ভুবন, সিএলসি
লিখেছে - কমলা আক্তার, ৮ম শ্রেণি, আলোর পথে সিএলসি

## শিশুশ্রম

আসবে শুভ দিন
শিশুশ্রমকে বিদায় দিন।
উন্নতি চাও যদি বিশ্বের,
শিশুশ্রমকে করো নিঃশেষ।
শিশুদের সুযোগ দেব লেখাপড়া করতে,
ঝাড়ু, হাতুড়ে, বস্তা নাহি দিবো হাতে ধরতে।
আমরা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমকে ঘৃণা করবো,
শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়বো।

- রাবেয়া আক্তার, ৭ম শ্রেণি
জ্যোতি সিএলসি

## পবিত্র মাহে রমজান

রমজান মাস ইবাদতের মাস। এই মাসের জন্য সকল মুসলমান অনেক আগ্রহ ও আশা নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন। কারণ এ মাসটি ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে একটি।

রমজান মাসের অনেক ফজিলত আছে। এই রমজান মাসে প্রত্যেকের উচিত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা। ইবাদতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা। যেন তিনি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দেন।

রমজানের ইবাদতগুলোর মধ্যে রয়েছে ● সাহরী খাওয়া ● ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান ও খাবার থেকে বিরত থাকা ● ইফতার করা ● তারাবীর নামায পড়া ● কুরআন-হাদীস পড়া ও সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা। আল্লাহ যেন সবার সাওম বা রোজা কবুল করেন। আমিন।

ছবি ও লেখা - রোকসানা আক্তার, ৮ম শ্রেণি, আশার আলো সিএলসি

## ফলের সালাদ

ফলের সালাদ খেতে যেমন মজা তেমনি পুষ্টিকর। নিচে ফলের সালাদ তৈরির নিয়ম দেয়া হলো-

উপকরণ : পাকা কলা, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, দুধ, চিনি, সামান্য মধু ও ধনে পাতা।

তৈরির নিয়ম : পাকা কলার খোসা ছাড়িয়ে চাকা-চাকা করে কেটে নিন। পেয়ারা পাতলা করে কাটুন। কামরাঙ্গা চাক চাক কাটুন। তারপর চিনির রস তৈরি করুন। রসটা হবে মাঝারী। খুব গাঢ় বা পাতলা হবে না। গরম রসে কলা আর পেয়ারার টুকরাগুলো ছেড়ে দিন। রসটা ঠাণ্ডা হলে কাটা কামরাঙ্গাগুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন।

এবার খুব গাঢ় করে দুধ জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা করুন। তার সাথে অল্প একটু মধু ও ধনে পাতা কুচি মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করুন। এরপর একটু বরফ সংগ্রহ করে তার উপর পাত্রটা বসিয়ে ঠাণ্ডা করুন। হয়ে গেল মজার সালাদ। এবার পরিবেশন করুন।

- মৌসুমী আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, আলোর ভুবন সিএলসি

## নানা ফলের নানা গুণ

কাঁঠাল : কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। এ ফল খুবই সুস্বাদু। কাঁঠাল পুষ্টিগুণে ভরপুর। কাঁঠাল সবজি করে তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। কাঁঠালের বিচি ও তরকারী হিসেবে খাওয়া যায়। স্বাস্থ্য রক্ষায় কাঁঠাল খাওয়া প্রয়োজন।

আতা : আতা আমাদের একটি দেশি ফল। আতাফল খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু। এ ফল বর্ষাকালে আর বসন্তকালে পাওয়া যায়। আতাফলে অনেক পুষ্টিগুণ আছে। আতা ফলে আছে উচ্চ মাত্রার খনিজ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, শর্করা, লৌহ ও ভিটামিন বি-২। আতা ফলের অনেক ঔষধি গুণও আছে। এটি বমি বন্ধ করতে সাহায্য করে। রক্ত বাড়ায়। পিপাসা দমন করে।

- শান্তা আক্তার, ৮ম শ্রেণি, গোধুলী সিএলসি

## ঢাকার ছড়া

আমাদের ঢাকা,
নেই কো কোনো ফাঁকা।
পাশাপাশি ঘর,
সবাই সবাই পর।
এ কেমন জীবন,
নেই কোনো আপনজন।

- মো. রমজান আলী
৮ম শ্রেণি
আশার আলো সিএলসি

## গল্প

## ঝিঁঝিঁ পোকা ও শেয়াল

একবার এক শেয়াল বনের পাশে এক গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে গাছের উপর এক ঝিঁঝিঁ পোকার গান শুনতে পেল। ঝিঁঝি পোকার গান শুনে তার খুব লোভ হলো। সে বুদ্ধি করে বলতে লাগলো। কে ভাই তুমি এতো সুন্দর গান গাইছো? একবার নিচে নেমে এসো। তোমার সাথে বসে একটু গল্প করি। একথা শুনে ঝিঁঝি পোকা চালাকি করে গাছ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে শেয়ালের সামনে ফেললো। শেয়াল বুঝতে না পেরে পায়ের নখ দিয়ে চেপে ধরলো। তখন ঝিঁঝি পোকা গাছ থেকে বললো, ভাই শেয়াল তুমি ভুল করছো। ওটা আমি নই। তখন শেয়াল বললো, তুমি না এসে পাতা ফেললে কেনো? ঝিঁঝিঁ পোকা উত্তর দিল, তোমার মতলব আমি টের পেয়েছি। শেয়াল বললো, কীভাবে? ঝিঁঝিঁ পোকা বললো, একদিন এক শেয়ালের পায়ের নখে ঝিঁঝিঁ পোকার ডানা দেখেছিলাম। সেদিন থেকে আমি সাবধান হয়ে গিয়েছি। তোমার এখানে চালাকি করে কোন লাভ নেই। তুমি তোমার পথে চলে যাও।

- শারমিন, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, জ্যোতি সিএলসি

এ সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদ : সম্পা, সজীব, সামছুল হক, মরিয়ম, মনি, মো. চাঁন, জাহিদুর রহমান, সিমরান ও রমযান। কারিগরি সহযোগিতায় : প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বর্ষ-২২, সংখ্যা-২৪৬।